প্রথম আলো

তারিখ ... 27 MAY 2011
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ৫

প্রশিক্ষণে আসা ৮৩ প্রধান শিক্ষকের ৫৬ জনই ভুয়া!

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

রাজশাহী উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া ৮৩ জন প্রধান শিক্ষকের মধ্যে ৫৬ জনই ভুয়া হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। ভুয়া বিদ্যালয়ের নাম দেখিয়ে তাঁরা এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এ ঘটনা তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প'র আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে ২১ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে গত শনিবার দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এই দফায় ছয় দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশ নেন রাজশাহী বিভাগের ১৬ জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৮৩ জন প্রধান শিক্ষক। সম্মানী হিসেবে তাঁরা প্রত্যেকে পাচ্ছেন-প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। কিন্তু অংশ নেওয়া বেশ কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর চলাফেরা, অসংলগ্ন আচরণ ও অনভিজ্ঞতা অন্যদের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি করে।

বিষয়টি জানাজানি হলে গতকাল বুধবার কয়েকজন ভুয়া শিক্ষক ইনস্টিটিউট ত্যাগ করেন এবং কয়েকজন ভালিয়াতির কথা স্বীকার করেন। এভাবে ৮৩ জনের মধ্যে ৫৬ জন ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত হন। এর প্রতিবাদে ও দোষী ব্যক্তিদের বিচার দাবিতে গতকাল ক্লাস বর্জন করেন প্রকৃত শিক্ষকেরা।

দিনাজপুর থেকে আসা আবদুল হাকিম জানান, ভুয়া শিক্ষকদের কারণে ডাইনিংয়ে গিয়ে খাবার পাওয়া যায় না। এ ছাড়া ক্লাসে তাঁরা কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। এমনকি তাঁরা কোন প্রশিক্ষণে এসেছেন, তাও জানেন না।

নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার সিরাজপুর গ্রামের সুমন জালিয়াতির ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'আমাদের এলাকায় এর আগে যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁদের মাধ্যমেই ওই প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কর্মচারী হান্নানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁকে আমি এক হাজার ৩০০ টাকা দিয়েছিলাম। হান্নানই সিরাজপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে আমাকে এখানে আসতে বলেছেন।' নীলফামারীর বড়ইগ্রাম থেকে আসা

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ১

৮৩ প্রধান শিক্ষকের ৫৬ জনই ভুয়া!

শেষ পৃষ্ঠার পর

হাবীবও জানান, তিনি হান্নানকে দেড় হাজার টাকা দিয়েছেন।

বাঘা উপজেলার বলিহার নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরিচয়ে প্রশিক্ষণে অংশ নেন ওই এলাকার কামারুজ্জামান। কিন্তু রাজশাহী জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এই নামে কোনো বিদ্যালয় নেই। নওগাঁর সিরাজপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় নামেও কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই।

কয়েকজন ভুয়া শিক্ষক অভিযোগ করেন, আবদুল হান্নান নিজেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহসহ প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন।

এদিকে জালিয়াতির ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর আবদুল হান্নান আত্মগোপন করেছেন। ইনস্টিটিউটের কর্মচারীরা অভিযোগ করেন, এই জালিয়াতির সঙ্গে শুধু আবদুল হান্নান নন, সহকারী পরিচালক শামসুজ্জোহাসহ কয়েকজন কর্মকর্তাও জড়িত। তবে শামসুজ্জোহা নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।'

ইনস্টিটিউটের পরিচালক স্বপন কুমার দত্ত বলেন, ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কর্মচারী আবদুল হান্নানকে পেলে প্রকৃত তথ্য জানা যাবে।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক স্বপন কুমার দত্ত ও সহকারী পরিচালক শামসুজ্জোহা দাবি করেন, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দেওয়া তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁরা প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এখানে জালিয়াতির ঘটনা ঘটেনি।

তবে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাধন কুমার বিশ্বাস জানান, দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো তালিকা তাঁরা দেননি।